শ্লোক-রচনাই প্রকৃত গুণ ঃ—

দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি' মানি ।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহি সে বাখানি ॥ ১০২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার ।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর তাঁহাকে সবিনয়-বাক্যে বিদায়-দান ঃ—

আজি বাসা' যাহ, কালি মিলন আবার ।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥" ১০৪ ॥

রাত্রে কবির সরস্বতীর-আরাধনা ঃ—

এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন ।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥

সরস্বতীর উপদেশে প্রভুকে ঈশ্বর-বুদ্ধি ঃ—

সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥

প্রাতে প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ ও প্রভুর কৃপা ঃ—

প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর সুকৃতি ঃ—

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন ।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যে কিছু করিল ইহাঁ, বিশেষ প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করিয়াছেন।

১০৭। বন্ধন—পণ্ডিতাভিমানরূপ মায়া-বন্ধন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

চরিত', 'বীরচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃতনাটক-প্রণেতা। ভোজরাজার রাজ্যকালে ইঁহার উদয়-কাল। ইনি পদ্মনগর-নিবাসী ভট্ট-গোপাল-নামক কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রোত্রীয় বিপ্রের পৌত্র নীল-কণ্ঠের পুত্র।

কালিদাস—সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইঁহার রচিত 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', 'মেঘদূত' প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

জয়দেব—আদি, ১৩শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ঐ সকল লীলা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে, যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন, তাহারই কিছু সবিশেষ-বর্ণন এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচীনন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাব স্বীকার করিয়াছেন। যতপ্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ; যেহেতু গোপীভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত আর কাহারও ভজনীয়ত্বের প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার-মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণ গোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ হয় মাত্র। কিন্তু গোপীজন-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ—

এ (গৌর) লীলায় পিতা জগন্নাথ ; ব্রজেশ্বরী যশোদা—শচীমাতা। চৈতন্য গোঁসাই—সাক্ষাৎ নন্দসুত অর্থাৎ নন্দসুতের প্রকাশ বা বিলাস নহেন, স্বয়ং নন্দসুত। নিত্যানন্দপ্রভুর বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিন ভাব ; অদ্বৈতপ্রভুর সখ্য ও দাস্য—এই দুইটী ভাব। আর আর সকলে নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকার-ক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন। একই তত্ত্ব—বংশীমুখ, গোপ-বিলাসী, শ্যামরূপে কৃষ্ণ ; আবার কভু দ্বিজ, কভু সন্ন্যাসিবেশে গৌররূপে কৃষ্ণচৈতন্য। এখন বিরোধের স্থল এই যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গোপী হইতেছেন। অবশ্য এই চিন্তাটী সুদুর্ব্বোধ বটে ; কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহাও সম্ভব হয়। ইহাতে তর্ক করা বৃথা, যেহেতু অচিন্ত্য ভাবেতে তর্কের যোজনা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এই পরিচ্ছেদের শেষে কবিরাজ গোস্বামী—ব্যাস যেরূপ ভাগবতে করিয়াছেন, তদনুকরণে এই আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় অশুচিজনেরও শুচিতা ঃ—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন-লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥

যৌবনে বিবিধ লীলা-বিলাস ঃ—

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ৪ ॥

যৌবন-লীলা ঃ—

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥ ৫ ॥

বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥ ৬ ॥

বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥

গয়ায় ঈশ্বরপুরীসহ মিলন ও দীক্ষাভিনয় ঃ—

তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ, প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥

দীক্ষান্তে নবদ্বীপ-লীলা, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন ঃ—

শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে যবনগণও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৪। বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম-দানদ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু-ব্যাধি ছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিয়া, সকল ব্যাকরণ-সূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অধ্যয়ন-কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৮-৯। 'পরলোকগত পিতার গয়াশ্রাদ্ধ করিব'—এই মানসে মহাপ্রভু অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়াযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করত সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা সংসারি-লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ-সম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পৌঁছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্রগ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ পাইতে লাগিল। গয়া-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন।

১০। একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন যে, মদীয় জননী অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবা-

অনুভাষ্য

১। যৎ (যস্য চৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) যবনাঃ (ম্লেচ্ছাঃ) কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (নামোচ্চারণনিষ্ঠাপরাঃ সন্তঃ) সুমনায়ন্তে (সুমনসঃ ইব আচরন্তি) তং স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বৈরা স্বতন্ত্রা অদ্ভুতা অলৌকিকী ঈহা 'চেষ্টা' যস্য তং স্মার্ত্ত-বিধি-লঙ্ঘনসমর্থং) চৈতন্যম্ অহং বন্দে।

৪। গৌরঃ যৌবনে (পঞ্চদশবর্ষাতিক্রান্তে যৌবন-প্রাকট্যে) বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ (পরমার্থজ্ঞানলাবণ্য-সাধুবেশবসনমাল্যচন্দনাদিসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিঃ এতৈঃ) প্রেম-নাম-প্রদানৈঃ (প্রেম্ণা সহ কৃষ্ণনামবিতরণৈঃ) দীব্যতি (ক্রীড়তি)।

৭। চৈঃ ভাঃ আদি, ১২শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৮। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৭শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৯। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৭শ অঃ ও মধ্য ১ম অঃ দ্রষ্টব্য।

১০। শচীকে প্রেমদান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২ অঃ ও অদ্বৈত-

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস ।
খাটে বসি' প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন ।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্‌ভুজ-দর্শন ॥ ১২ ॥

নিতাইকে প্রভুর ষড়্‌ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ-রূপ-প্রদর্শন ঃ—

প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥ ১৩ ॥

পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র ।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥ ১৪ ॥

তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন ।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥

গৌরই নিত্যানন্দ-বলরাম ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন ।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥ ১৬ ॥

শচীর স্বপ্নদর্শন ও জগাই-মাধাইর উদ্ধার ঃ—

তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ—দুই ভাই ।
তবে নিস্তারিল প্রভু জাগাই-মাধাই ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরাধ করিয়াছেন। সেই অপরাধ না ক্ষমাইলে, অদ্বৈত-কর্ত্তৃক ক্ষমাপিত না হইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে আনিলে পর, শ্রীঅদ্বৈত (আইর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে) প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী হইলেন। তখন, "প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে।। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।" সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

একদিবস প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈত শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, 'পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান।' তাহাতে প্রভু দয়া করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

১১। একদিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্তলোক মিলিয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্তগণ সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভু, যাঁহার যে অভিলাষ, তাঁহাকে সেইরূপ বর দান করিতে লাগিলেন।

১২। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূম-জেলার 'একচক্রা'-গ্রামে পদ্মাবতী-গর্ভে হাড়াইপণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ একটু বড় হইলে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া হাড়াই-পণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেকদিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে প্রভু-নিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয় স্থানে আনয়ন করিলেন।

১৩-১৫। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেণুধারী ষড়্‌ভুজ দেখাইয়া, পরে দুই হাতে শঙ্খ, চক্র ও দুই হাতে বংশীধারণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ দেখাইলেন। অবশেষে কেবল বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন—শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, মধ্য।

১৬। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্ণিমা-রজনীতে ব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির আয়োজন করাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু ষড়্‌ভুজ দেখিয়াছিলেন। ব্যাসপূজার আর কিছুই হইল না।

বলরাম-আবেশে ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন-সময়ে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া নিত্যানন্দের নিকট হলমুষল মাগিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু নিজের হাত তাঁহার হস্তে দিলে ভক্তগণ সে-সময় হল ও মুষল প্রত্যক্ষ করিলেন।

১৭। একরাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত কৃষ্ণ-বলরাম, দুইমূর্ত্তি গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের সহিত নৈবেদ্য

অনুভাষ্য

মিলন—ঐ মধ্য, ৬ অঃ, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন ঐ মধ্য, ২৪ অঃ দ্রষ্টব্য।

১১। শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২। নিত্যানন্দমিলন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, তৃতীয় অধ্যায় এবং শ্রীবাসগৃহে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে নিত্যানন্দের মহাপ্রভুকে ষড়্‌ভুজ (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মুষলহস্ত)-দর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য।

১৬। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও প্রভুর মুষলধারণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭। নিতাই-গৌরকে রামকৃষ্ণরূপে শচীর স্বপ্নদর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অধ্যায় এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব ঃ—

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥

মুরারিগৃহে বরাহাবেশ ঃ—

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

শুক্লাম্বরের মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভোজন ঃ—

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ২০ ॥

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই ঃ—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২১ ॥

হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥ ২২ ॥

দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥ ২৩ ॥

'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥ ২৪ ॥

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥ ২৫ ॥

নাম লইবার প্রণালী ঃ—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৬ ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ ২৭ ॥

কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥ ২৮ ॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাইবে ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে শচীদেবী নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন শচীদেবী দেখিলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন, তদ্দর্শনে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

জগাই ও মাধাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ পাপে রত ছিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিতে গিয়া ঐ দুই মদ্যপ ব্যক্তির কোপে পড়িলেন। তাহারা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিলে তাঁহারা পলাইলেন। অন্য দিবসে মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে ভগ্নভাণ্ড মারিয়া আঘাত করিল। জগাই সে-কার্য্যে কিছু দুঃখিত হইল। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জগাই-মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। করুণাময় গৌরাঙ্গ জগাইর ভদ্র-ব্যবহার শ্রবণ করত তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভগবদ্দর্শন ও স্পর্শনক্রমে সেই দুই পাপীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইলে প্রভু তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন।

১৮। একদিন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিলে ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পুরুষ-সূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত সামগ্রীসকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেইদিবস তাঁহার সপ্ত প্রহর পর্য্যন্ত ঐ ভাবের আবেশ ছিল এবং সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্ব গুহ্য সংবাদসকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়া সকল-কেই বর দান করিলেন। এই ভাবকে কেহ কেহ 'সাতপ্রহরিয়া ভাব', কেহ কেহ 'মহাপ্রকাশ'ও বলে।

১৯। একদিন মহাপ্রভু 'শূকর! শূকর!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারিগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবীর উত্তোলনের ন্যায় দশনদ্বারা উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোনদিন প্রভু আবার মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া বহু নৃত্য করিয়াছিলেন।

২০। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। মহা-প্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চাউলের ঝুলির সহিত আসিয়া

অনুভাষ্য

১৮। শ্রীবাসগৃহে প্রভুর সপ্তপ্রহর-ভাব, তৎকালে প্রভুর অভিষেক-কালে জল-আনয়নকারিণী 'দুঃখী'-নামক এক ভাগ্য-বতী নারীকে প্রভুর 'সুখী'-নাম-প্রদান, খোলাবেচা শ্রীধরের মহা-প্রকাশদর্শন, মুরারিগুপ্তের রামরূপদর্শন, ঠাকুর হরিদাসের প্রতি প্রসাদ, অদ্বৈতের নিকট গীতার সত্যপাঠ-কথন এবং মুকুন্দের প্রতি কৃপা প্রভৃতি—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯। মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহাবেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

২০। প্রভু-কর্ত্তৃক শুক্লাম্বরের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভক্ষণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৬শ অঃ দ্রষ্টব্য।

২১। আদি,৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সদা নাম লইবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমুখের বাণী ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকান্তর্গত পদ্য—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এই শ্লোকানুযায়ী চলিতে কবিরাজ গোস্বামীর সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঃ—

ঊর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৩৩ ॥

এক বৎসর-ব্যাপি শ্রীবাসগৃহে সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥

প্রতীপ পাষণ্ডীর প্রবেশ নিষেধ ঃ—

কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবাসকে হিংসা ও বিদ্বেষ ঃ—

কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবাসের বিরুদ্ধে গোপাল-চাপালের কাণ্ড ঃ—

একদিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল'।
পাষণ্ডি-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লঞা।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা ॥ ৩৮ ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দূর আর রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥ ৪০ ॥

শ্রীবাসকে শক্তির উপাসক-প্রতিপাদনে চেষ্টা ঃ—

বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥
"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥" ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপস্থিত হইলেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউলসকল লইয়া মহাপ্রেমে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৩১। যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

৩২-৩৩। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—ওহে সর্ব্বজনগণ, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণনাম-মালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নামগ্রহণ করিলে 'নামাভাস' বা 'নামাপরাধ' হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভু-কৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে, উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর; তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবে।

৩৫-৪৫। যে-সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেকপ্রকার চেষ্টা করিতেন। 'গোপাল চাপাল'-নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য দেবীপূজার সজ্জা, কলাপাত, জবাফুল ও রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাস-পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন,—'দেখ দেখ, আমি নিত্য রাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার 'শাক্ত'-পরিচয়ের যে মহিমা, তাহা জানিতে পারিলে।' শিষ্টলোকসকল তাহা দর্শন

অনুভাষ্য

২৬-৩০। অন্ত্য, ২০শ পঃ ২২-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩১। তৃণাদপি (সর্ব্বপদদলিত-গুরুভাবরহিতাৎ তৃণাদপি) সুনীচেন (সর্ব্বতোভাবেন নীচেন প্রাকৃতমর্য্যাদা-রহিতভাব-সমন্বিতেন জনেন) তরোরপি (বৃক্ষাদপি) সহিষ্ণুনা (সহনগুণ-যুক্তেন জনেন) অমানিনা (স্বয়ং মাননীয়োঽপি তাদৃশ-প্রাকৃত-মর্য্যাদা-পরিত্যাগেন) মানদেন (অন্যেভ্যঃ মানরহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ অপি মানং গৌরবং প্রদেন এবম্ভূতেন জনেন) সদা (নিত্যকালং) হরিঃ [এব] কীর্ত্তনীয়ঃ (অধরৌষ্ঠজিহ্বাদৌ উচ্চারণীয়ঃ)।

৩২-৩৩। নামসূত্রে গাঁথি—শ্রীহরিনামরূপ-সূত্রে মালা বা রক্ষাকবচ গাঁথিবার দ্রব্য—প্রাকৃতাভিমান-রাহিত্যরূপ ভাব-চতুষ্টয়; যথা—(১) সুনীচত্ব, (২) সহিষ্ণুত্ব, (৩) অমানিত্ব, (৪) মানদত্ব। প্রাকৃতাভিমানে সর্ব্বদা হরিনাম-কীর্ত্তন সম্ভবপর নহে। জড়ের অভিমানগুলি হরিনামের প্রতিবন্ধক। অভিমান-চতুষ্টয় রহিত হইলে শুদ্ধজীব সর্ব্বদা হরিনাম করিতে পারেন। এরূপ সাধন-ভক্তির অনুশাসনরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে হরিনাম-কীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ অবশ্য পাইবে।

স্থানীয় ভদ্রলোকের মনঃক্ষোভ ও স্থান-শুদ্ধীকরণ ঃ—

তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার ।
'ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥' ৪৩ ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল ।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥

বৈষ্ণবাপরাধের ফলে গোপাল-চাপালের কুষ্ঠ ঃ—

তিন দিন রহি' সেই গোপাল-চাপাল ।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর ।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥

গঙ্গাতীরে অবস্থান ও প্রভুর নিকট উদ্ধার-কামনা ঃ—

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া ।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥
"গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥ ৪৮ ॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥" ৪৯ ॥

উহার বৈষ্ণবাপরাধহেতু প্রভুর সক্রোধ বচন ও উদ্ধারে অসম্মতি ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন ।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন ॥ ৫০ ॥
"আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু ।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন ।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥" ৫৩ ॥

বৈষ্ণবাপরাধীর নিয়ত কষ্টভোগহেতু সহজে মৃত্যু নাই ঃ—

এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান ।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর আগমনে উহার শরণাগতি ঃ—

সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা ।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ ।
হিত-উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট অপরাধ-ক্ষমার জন্য প্রভুর উপদেশ ঃ—

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ ।
তথা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥

শরণাগতির পর পুনরায় পাপাচরণ নিষেধ ঃ—

তবে তোমার হবে এই পাপ-বিমোচন ॥
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥" ৫৮ ॥

গোপাল-চাপালের শ্রীবাস-চরণে শরণ গ্রহণ ও অপরাধ-মোচন ঃ—

তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন ॥ ৫৯ ॥

আর এক দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রের প্রভুকে শাপ-প্রদান-কার্য্য ঃ—

আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে ।
দ্বারে কপাট,—না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করত জল-গোময়দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধে গোপাল-চাপালের গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইয়াছিল।

৫৫। কুলিয়াগ্রাম—গঙ্গার পূর্ব্বপারে তৎকালে নবদ্বীপ ছিল, অপরপারে কুলিয়া-গ্রাম এক্ষণে 'নবদ্বীপ'-নামে খ্যাত।

অনুভাষ্য

৩৭। চৈতন্যভাগবতে 'গোপাল চাপালের' বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

৪১। বোলাইয়া—ডাকিয়া।

৫২। ভবানীপূজা যে অবৈষ্ণবের কৃত্য অর্থাৎ বৈষ্ণবের কৃত্য নহে, তাহা প্রভু গর্হণপূর্ব্বক মানবকে অন্তরে বহ্বীশ্বরবাদ পোষণকারী অর্থাৎ বহুদেবদেবীর উপাসনার পক্ষপাতী প্রাকৃত বিদ্ধবৈষ্ণবকে 'দুঃসঙ্গ' বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিলেন।

৫৪। ভোগে—ভোগ করে।

৫৫। 'কুলিয়া'-গ্রাম—বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ সহর'। "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়"—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ ; কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিমপারে ও নবদ্বীপ—পূর্ব্বপারে। 'ভক্তিরত্নাকর'—দ্বাদশ তরঙ্গ, 'চৈতন্যচরিত মহাকাব্য', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' ও 'চৈতন্যভাগবতে' গঙ্গার পশ্চিম-তীরস্থিত কুলিয়ার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া-গ্রামে অদ্যাবধি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া একটী পল্লী আছে ; 'কুলিয়ার দহ' বলিয়া জলস্রোত আছে, তাহা বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল-সহর নবদ্বীপের মধ্যে। গঙ্গার পশ্চিমপারে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' নামে গ্রাম ছিল। উহা 'বাহির দ্বীপে'র মাঠের মধ্যে। কিন্তু তৎকালে এবং তদবধি গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত 'অন্তর্দ্বীপে'ই নবদ্বীপ ছিল। উহা শ্রীমায়াপুরে 'দ্বীপের মাঠ' বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা ।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিয়া ॥ ৬১ ॥
"শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ ।"
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥ ৬২ ॥
"সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ ।"
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥ ৬৩ ॥
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্ ।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬৪ ॥

মুকুন্দের দণ্ডানুগ্রহ ঃ—

মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতের দণ্ড-প্রসাদ ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি ।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬৬ ॥
ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান ।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৭ ॥
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৮ ॥

মুরারিগুপ্তের ঐকান্তিকী শ্রীরামনিষ্ঠা ঃ—

মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম ।
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর-গৃহে লৌহপাত্রে জলপান ও বরপ্রদান ঃ—

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। প্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দদত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়াছিলেন। প্রভু এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাঁহারা মুকুন্দদত্ত বাহিরে আছে, একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন,—'আমি মুকুন্দদত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা, সে-ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে 'শুদ্ধভক্তি'র কথা বলে এবং মায়াবাদীদের নিকটে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ-লিখিত 'মায়াবাদ' স্বীকার করে ; তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়।' মুকুন্দদত্ত বাহির হইতে সে কথা শুনিয়া কহিল,—'ধন্য আমি, যেহেতু জগত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্রই না করুন, কোনকালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন।' মুকুন্দদত্তের মায়াবাদীর সঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে মায়াবাদি-সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ড দানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলস্বরূপ প্রসাদ করিলেন।

৬৬-৬৮। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই, তন্নিবন্ধন প্রভু স্বীয় দাস হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেইরূপ গৌরবপ্রদানকার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈত-প্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন,—"দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক আমাকে গুরুজ্ঞান করিতেন ; অদ্য নিজদাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন।" অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

৬৯। একদিন মহাপ্রভু রামমন্ত্রোপাসক মুরারিগুপ্তকে শ্রীরামের স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মুরারি মহাপ্রেমে রামাষ্টক পাঠ করিলেন,—'ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহশ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎ-প্রসাদাৎ।'

৭০। প্রথম নগরকীর্ত্তন-রাত্রে কাজিকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়া-

অনুভাষ্য

কাঁচড়াপাড়ার নিকটে যে 'কুলিয়া'-নামক গ্রাম আছে, উহা উপরিউক্ত কুলিয়া-গ্রাম বা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নহে। ধামবিদ্বেষমূলে কল্পনা ও ভ্রমবশে মাত্র কয়েক বর্ষ হইল, তাদৃশ মিথ্যা-ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

৬৪। মায়াধীশ প্রভুকে শাপাদির অধীন বা যমদণ্ড্য ও কর্ম্ম-ফলাধীন জীব জানিয়া পাষণ্ডতা আবাহন করিবার পরিবর্ত্তে নিত্যসেব্য পরমেশ্বর বলিয়া জানিলেই জীবের অনাদি-কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হয়। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

৬৫। মুকুন্দের দণ্ডকৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—'রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।' "এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি'। মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত' আপনি।। 'রামদাস' বলি' নাম লিখিলা কপালে। মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হইলে।। ইহা বলি' রাম-রূপ দেখাইল তারে। স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।।" মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্রষ্টব্য।

৭০। শ্রীধরের লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা, শচীর অপরাধ-মোচনাভিনয় ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৭১ ॥

এক পাষণ্ড ছাত্রের শ্রীনামে অর্থবাদ ঃ—

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল ।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ ।
সবারে নিষেধিল,—"ইহার না দেখিহ মুখ ॥"৭৩॥

সগণ সবস্ত্র গঙ্গাস্নান ও একমাত্র অভিধেয় ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান ।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭৪ ॥

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।২০)—

না সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৬ ॥

মুরারিকে প্রশংসা ঃ—

মুরারিকে কহে প্রভু,—কৃষ্ণ বশ কৈলা ।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮১।১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তনবিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধরের ফুটা-লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা 'ভক্তদত্ত জল' বলিয়া পান করিলেন। কাজি সেইস্থল হইতে ফিরিয়া গেলেন। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে সেই স্থানটীকে এখন পর্য্যন্ত 'কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থান' বলিয়া থাকে।

৭১। মহাপ্রকাশ-দিবসে হরিদাসকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার নির্দ্দেশ করত বরদান করেন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় শচীমাতা অদ্বৈত-আচার্য্যকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যে বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা, জননীকে আচার্য্যের পদধূলি লওয়াইয়া খণ্ডন করেন।

৭২-৭৩। একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামের অপার মহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া কহিল,—'এইসকল নাম-মহিমা প্রকৃত নয় ; শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন।' এইপ্রকার নাম-মহিমার অন্যার্থ করিলে নামে 'অর্থবাদরূপ' নামাপরাধ হয়। নামাপরাধ-তুল্য অন্য কোনপ্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। সেই অপরাধি-পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া প্রভু সগণে সচেলে অর্থাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই,—নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করা উচিত—ইহাই শিক্ষা।

অনুভাষ্য

৭১। ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম এবং শচীমাতাকে প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২ অধ্যায়।

৭২। সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুর মহিমাকে 'অতিস্তুতি' 'অপ্রকৃত' অতএব 'অসত্য'-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধির নামই 'অর্থবাদ' বা (মিথ্যা) স্তুতিবাদ, অথবা নিন্দাবাদ—উহা নিতান্ত পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর-বিরোধ-মাত্র।

৭৬। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি-দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।

৭৮। কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ! অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

অনুভাষ্য

হে উদ্ধব, যোগঃ (মরুন্নিয়মজ-যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামাদিঃ), সাংখ্যং (কপিলকথিতং তত্ত্বসংখ্যানং), ধর্ম্মঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ). স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং), তপঃ, ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ), [তথা] মাং ন সাধয়তি (বশীকরোতি) যথা মম ঊর্জ্জিতা (বর্দ্ধিতা) ভক্তিঃ [মাং বশীকরোতি]।

৭৭। মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন,—'তুমি তোমার নিজ প্রেমভক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছ।' মুরারি তদুত্তরে 'সুদামা'-বিপ্রকথিত ভাগবতোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

৭৮। গৃহগমনরত 'শ্রীদাম' বা 'সুদামা' বিপ্রের মনে মনে উক্তি.—"দরিদ্রঃ (সমৃদ্ধিরহিতঃ) পাপীয়ান্ (পাপসহিতঃ) অহং ক্ব? শ্রীনিকেতনঃ (ঐশ্বর্য্যমূলবিগ্রহঃ নিখিলপুণ্যাশ্রয়ঃ) কৃষ্ণঃ ক্ব? অহং ব্রহ্মবন্ধুঃ (শৌক্রবিপ্রাধমঃ) [তয়া কৃষ্ণেন] বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিতঃ)। (অযোগ্যে ময়ি ব্রহ্মবন্ধৌ কৃষ্ণালিঙ্গনং কদাপি ন সম্ভবতীতি কৃষ্ণস্য মহত্ত্বমেব দর্শিতং বক্তুর্দৈন্য-ব্যঞ্জকঞ্চ)।

৭৭-৭৮। মহাপ্রভুর কথিত বাক্য অনুকূলভাবে স্বীকার করিলে 'কৃষ্ণবশকারিত্ব-শক্তি মুরারির নাই, কৃষ্ণের নিজভক্ত-বাৎসল্যগুণে তিনি অযোগ্য দাসকে অবান্তর গৌণবিষয়ান্তরের

প্রভুর আম্রবৃক্ষ-রোপণ ও ফলদান-কাহিনী ঃ—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা ।
সঙ্কীর্ত্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৯ ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল ।
ততক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে ।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিতে ॥ ৮১ ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥
রক্ত-পীতবর্ণ,—নাহি অষ্ঠি-বল্কল ।
একজনের পেট ভরে—খাইলে এক ফল ॥ ৮৩ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন ।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥
অষ্ঠি-বল্কল নাহি,—অমৃত-রসময় ।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস ।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥
এইসব লীলা করে শচীর নন্দন ।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে ।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯-৮৬। কোনদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্র-মহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি 'আম্রঘট্ট' (আমঘাটা) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অনুভাষ্য

উপলক্ষণে অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী করেন,—এইরূপ ভাবিয়াই ঐ শ্লোকের উচ্চারণ।

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য নিজস্বার্থের প্রতিকূল জানিয়া তদ্রহিত করিবার উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়া থাকিলে মুরারিগুপ্ত বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণবশ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য, কৃষ্ণবশ করিতে পারিলাম না।' শ্রীদামা-বিপ্র দরিদ্রতা, পাপপ্রবণতা, অব্রাহ্মণতা প্রভৃতি নিজ অযোগ্যতাসমূহ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণালিঙ্গনরূপ নিজ-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুরারিগুপ্ত ভাবিতেছেন,—'সেরূপভাবেও আমি অযোগ্য।'

দশম-টিপ্পনী 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে,—"ক্বেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ ; কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ ; এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়োস্তথা দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতত্বয়ো-র্বিরোধঃ, তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। 'স্ম'—বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং, ন তু সখ্যং, তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি।"*

ইহার পূর্ব্বশ্লোকে সুদামার ভাব এরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে,—যে-বক্ষে প্রাণাধিকা কমলা বিরাজ করেন, সেই বক্ষদ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় প্রীতি-বশে ব্রহ্মণ্যদেব মাদৃশ লক্ষ্মীহীন দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এই শ্লোকের ভাবানুসারে উদ্ধৃত পরশ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে যে,—'বিপ্রত্বই আলিঙ্গনের কারণ,—সখ্যত্ব নহে ; এবং দৈন্যক্রমে সুদামা-বিপ্র স্বয়ং নিতান্ত অযোগ্য, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত নহেন, কেবল ভগবান্‌ই ব্রহ্মণ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের উপাদেয়ত্ব প্রদর্শনের জন্য একজন ব্রহ্মবন্ধুকেও তাদৃশ প্রীতি দেখাইলেন—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সুদামা-বিপ্র নিজ-দৈন্য ও নিজের অনুৎকর্ষতা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে আপনাকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং ব্রহ্মবন্ধুর প্রতিও কৃষ্ণের অসামান্য অনুগ্রহ আছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া নিজের দৈন্য ও ব্রহ্মস্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। এতদ্দ্বারা সুদামাবিপ্র নিজে-দের মাহাত্ম্য-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শই দেখাইলেন। ব্রহ্মবন্ধুত্ব—নিজত্ব বা নিজের কৃতিত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মবন্ধুত্বরূপ বিষয়ান্তরই—যাহা সুদামাবিপ্রের নিজ-সম্পত্তি নহে, উহাই—কৃষ্ণপ্রীতির কারণ ; নিজমহত্ত্ব বা নিজের কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণকে তাদৃশ-কার্য্যে বাধ্য করে নাই।

মুরারিগুপ্তও তাদৃশভাবাবলম্বনে নিজমহত্ত্ব আবরণ করিয়া দৈন্য প্রদর্শন করিলেন। মুরারিগুপ্ত তাৎকালিক সামাজিক-দৃষ্টিতে শৌক্রশূদ্রমাত্র, 'ব্রহ্মবন্ধু'-শব্দবাচ্য নহেন। তবে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ-বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই (ভাঃ ১।৪।২৫) শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচারপূর্ব্বক মুরারিগুপ্ত শূদ্রসাম্যে দ্বিজবন্ধুত্বেরও উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* *"ক্বাহং দরিদ্রঃ'-শ্লোকের অর্থ বলিতেছেন। আমি 'পাপীয়ান্'—ভাগ্যহীন এবং কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ভগবান্। এইরূপে কৃষ্ণত্ব ও পাপীয়ত্ব যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ, তদ্রূপ দারিদ্র্য ও শ্রীনিকেতনত্ব। তথাপি ব্রাহ্মণাধম আমি বিপ্রকুল-জাত, এইহেতু 'বাহুভ্যাং'—দুই বাহুদ্বারাই 'পরিরম্ভিত'—আলিঙ্গিত। এইপ্রকার আলিঙ্গনের যে কারণ, তাহা বিপ্রত্বই, সখ্যভাবে নহে—এস্থলে ইহা নিজের অতীব অযোগ্যতা মননহেতু উক্ত হইয়াছে। অতএব এই শ্লোকে ভগবানের ব্রহ্মণ্যতাই প্রশংসিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তবাৎসল্য নহে।*

কীর্ত্তনকালে প্রভুর মেঘবর্ষণ-নিবারণ ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু, আইলা মেঘগণ ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবাসের বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ ঃ—

একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল ।
'বৃহৎ সহস্রনাম' পড়, শুনিতে মন হৈল ॥ ৯০ ॥

প্রভুর নৃসিংহাবেশ-লীলা ঃ—

পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম ।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম ॥ ৯১ ॥

পাষণ্ডের একমাত্র শাস্তা শ্রীনৃসিংহের আবেশে প্রভুর পাষণ্ডি-দ্রাবণ ঃ—

নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা ।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময় ।
পথ ছাড়ি' ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৯৩ ॥

প্রভুর ক্রোধ-সম্বরণ ও করুণা ঃ—

লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল ।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ ।
"লোক ভয় পায়,—মোর হয় অপরাধ ॥" ৯৫ ॥

শ্রীবাসের উক্তি, গৌরনামে অপরাধ ক্ষয় ঃ—

শ্রীবাস বলেন,—"যে তোমার নাম লয় ।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥

গৌরদর্শনে সংসার-ধ্বংস ঃ—

অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার ।
যে তোমা' দেখিল, তার ছুটিল সংসার ॥" ৯৭ ॥
এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন ।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥ ৯৮ ॥

মহাভাগ্যবান্ শৈবের স্কন্ধে আরূঢ় প্রভুর শিবাবেশ ঃ—

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায় ।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বুরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন ।
তার স্কন্ধে চড়ি' নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥

নৃত্যপরায়ণ ভিক্ষুককে প্রেমদান ঃ—

আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে ।
প্রভুর নৃত্য দেখি' নৃত্য লাগিলা করিতে ॥ ১০১ ॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে ।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১০২ ॥

জ্যোতিষীকে প্রভুর নিজ-পূর্ব্বপরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল ।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাচরভূমিকে 'মেঘের চর' বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে 'বেলপুখুরিয়া'-গ্রাম সেই 'মেঘের চরে' স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সে-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণবাস' ও 'টোটা' হইয়াছে।

অনুভাষ্য

ছান্দোগ্যোপনিষৎ-টীকায় শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্মবন্ধু'-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ।" (ভাঃ ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।।" কূর্ম্মপুরাণে—"শূদ্রপ্রেষ্যো ভৃতো রাজ্ঞা বৃষলো গ্রামযাজকঃ। বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ।।' ব্রহ্মবন্ধু বা কেবল শৌক্রব্রাহ্মণত্ব নিজ-যোগ্যতার পরিচয় নহে, পরন্তু তাহাতে বস্ত্বন্তর-সাপেক্ষত্বই সিদ্ধ হয়।

৭৯-৮৬। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

অনুভাষ্য

৮৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"দিন অবসান, সন্ধ্যা ধন্য দিগন্তর। আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগনমণ্ডল।। ঘন ঘন গরজয় গম্ভীর নিনাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে।। তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি' করে। নামগুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চৈঃস্বরে।। দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে। ঊর্দ্ধমুখ চাহে প্রভু আকাশের পানে।। দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস।। নিরমল ভেল শশী-রঞ্জিত রজনী। অনুগত গুণ গায় নাচয়ে আপনি।।"

৯০-৯৫। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত। শুনয়ে 'সহস্রনাম' অতি শুদ্ধচিত।। হেনকালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে 'সহস্রনাম' মনোরথ পূরি।। শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙা দু'নয়ন, ঊর্দ্ধ ভেল কেশ।। পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘনঘন হুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন।। আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর। দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তর।। সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। না জানি, কি অপরাধ ভৈগেলা আমার।।"

৯৩। ভাগে—পলায়ন করে। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

৯৯-১০০। চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অঃ দ্রষ্টব্য।

"কে আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি' ।"
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥ ১০৪ ॥

জ্যোতিষীর প্রভুকে পরমেশ্বর-জ্ঞান ঃ—

গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ম্ময় ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড—সবার আশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর ।
দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০৬ ॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল ।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥
"পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি পরম-আশ্রয় ।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০৮ ॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥" ১০৯ ॥

প্রভুর নিজ গোপপরিচয় প্রদান ঃ—

প্রভু হাসি' কৈলা,—"তুমি কিছু না জানিলা ।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা ॥ ১১০ ॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল ।
সেই পুণ্যে হৈলাঙ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥"১১১॥

জ্যোতিষীর শরণ গ্রহণ ও প্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ কহে,—"আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ ।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি' ফাঁফর হইলাঙ ॥ ১১২ ॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার ।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায় তোমার ॥ ১১৩ ॥

জ্যোতিষীকে কৃপা ও প্রেমদান ঃ—

যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার ।"
প্রভু তারে প্রেম দিল, কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা ঃ—

একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল ।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥
জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল ।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১৭ ॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের প্রভুকে বলদেবরূপে দর্শন ঃ—

মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার ।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥

বনমালী আচার্য্যের প্রভুহস্তে স্বর্ণহল-দর্শন ঃ—

বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল ।
সবে মিলি' নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর ।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। গাভীদিগকে সেবা করিলে পুণ্য হয় ; আমি রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভী সেবা করিয়া যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য (তৎফলে) আমি এবার 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছি।

অনুভাষ্য

১০৩। সর্ব্বজ্ঞ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালবিৎ।

১০৪। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে (বিশেষতঃ ঢাকা-বিভাগে) 'ছিল', 'ছিলে' ও 'ছিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তিস্থলে 'আছিল', 'আছিলা' ও 'আছিলাম' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১১০-১১১। সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর সহিত প্রভুর রহস্যবাক্য।

১০৩-১১৪। জ্যোতিষীর বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

১১৬। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

১১৭। বলদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক চৈত্র ও বৈশাখমাসে গোপীজনে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বারুণী পান করত বলদেব জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। (ভাঃ ১০।৬৫।২৫-৩০, ৩৩)—"স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থ-মীশ্বরঃ। নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ। অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ।। পাপে ত্বং মামনাদৃত্য যন্নায়াসি ময়াহূতা। নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্।। এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্। উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ।। রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।। পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্মামজানতীম্। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল।। ততো ব্যমুঞ্চৎ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্।। অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্ট-বর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি।।"

১১৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"বনমালী-নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্রকুলে জন্ম, বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে।। দেখিলেক কাঞ্চন-নির্ম্মিত কলেবর। রত্নবিভূষিত যেন সুমেরু-শিখর।। হলায়ুধ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। যমুনাকর্ষণলীলা—বলদেব একদিন যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হলমুষলদ্বারা যমুনাকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যখন "মধু আন, মধু আন" বলিলেন, সে-সময়ে অপর সকলে পূর্ব্বোক্ত যমনুাকর্ষণ-লীলা দেখিতেছিল।

প্রভুর আজ্ঞায় সকলের গৃহে গৃহে কৃষ্ণকীর্ত্তন ঃ—

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥

নামগীতি ঃ—

'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'১২২ ॥

মৃদঙ্গ-করতাল সঙ্কীর্ত্তন-মহাধ্বনি।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩ ॥

কীর্ত্তন-বিরোধী যবন ও কাজী ঃ—

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি' সব কৈল নিবেদন ॥ ১২৪ ॥

কাজীর খোলভাঙ্গা, কীর্ত্তনবিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা ঃ—

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥
"এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি' ॥ ১২৬ ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে ॥ ১২৭ ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥" ১২৮ ॥

ক্ষুব্ধ সজ্জনগণের প্রভু-সমীপে আবেদন ঃ—

এত বলি' কাজী গেল,—নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও সকলকে সঙ্কীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

প্রভু আজ্ঞা দিল—"যাহ, করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥" ১৩০ ॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥ ১৩১ ॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি'।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥১৩২॥
"নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥ ১৩৩ ॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ॥১৩৪॥
এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৫ ॥

তিন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন বিভাগ ঃ—

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥১৩৬॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি' বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৭ ॥
বৃন্দাবন-দাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন, চৈতন্য-কৃপাবলে ॥ ১৩৮ ॥

কীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ ঃ-

এইমত কীর্ত্তন করি' নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২১। নগরে নাম প্রচার করিবার সময় প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন ; ক্রমশঃ মৃদঙ্গ-করতালাদি বাজিতে লাগিল। সেই হইতে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

১২৬। বক্তিয়ার খিলিজির আগমনের পর চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে হিন্দুয়ানী অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, তাঁহারা চুপে-চাপে একবার "হরি হরি" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। কাজী এইজন্য বলিয়াছিলেন,—'এতকাল হিন্দুয়ানি প্রকট ছিল না, এখন কাহার বলে এরূপ উদ্যম চালাইতেছ?'

অনুভাষ্য

বেশে নাচে তিনলোক-নাথ।।" আদি, ১০ম পঃ ৭৩ সংখ্যায় উল্লিখিত 'বনমালী পণ্ডিত'ও প্রভুর হস্তে সোণার হলমুষল দেখিয়াছিলেন। তাঁহার "পণ্ডিত"-পদবী, আর ইঁহার "আচার্য্য"-পদবী উভয়েই কি এক, না, পৃথক্ ব্যক্তি?

১২৪। নাগরিকগণের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কাজীর ক্রোধ এবং কাজীর উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

কাজী—ফৌজদার, চাঁদকাজী। পূর্ব্বে জমিদার, রাজা বা মণ্ডলেরাই ভূমির কর আদায় করিতেন। দণ্ডবিধান ও শাসনাদি-পর্য্যালোচনা কাজিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত। জমিদার বা কাজী—ইঁহারা উভয়েই সুবা-বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে ছিলেন। নদীয়া, ইস্‌লামপুর ও বাগোয়ান প্রভৃতি পরগণাই তৎকালে হরি হোড়ের বা তদধস্তন কৃষ্ণদাস হোড়ের ছিল। ইঁহারা ভূম্যধিকারী থাকিলেও কাজীই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, চাঁদকাজী বাঙ্গালার নবাব 'হোসেন সা'র গুরু ছিলেন। কোন মতে, ইঁহার নামান্তর—'মৌলানা সিরাজুদ্দীন'; কেহ বলেন, 'হবিবর রহমান'। ইঁহার অধস্তনগণ অদ্যাপি সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং চাঁদকাজীর সমাধিও বর্ত্তমান।

তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল ।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৪০ ॥

কাজীর আত্মগোপন ঃ—

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥ ১৪১ ॥

অভদ্রলোকের কাণ্ড ঃ—

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর-পুষ্পবন ।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪২ ॥

ভদ্র সজ্জনদ্বারা কাজীকে আহ্বান ঃ—

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা ।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥ ১৪৩ ॥

কাজীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান ঃ—

দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া ।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৪ ॥

কাজীর আচরণে প্রভুর বিস্ময়সূচক উক্তি ঃ—

প্রভু বলেন,—"আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত ।
আমা দেখি' লুকাইলা,—এ ধর্ম্ম কেমত ॥" ১৪৫ ॥

কাজীর প্রত্যুত্তর ঃ—

কাজী কহে,—"তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া ।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৬ ॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাঙ ।
ভাগ্য মোর,—তুমি-হেন অতিথি পাইলাঙ ॥ ১৪৭ ॥

গ্রাম-সম্বন্ধে 'চক্রবর্ত্তী' হয় মোর চাচা ।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৮ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা ।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৯ ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥" ১৫০ ॥
এই মত দুঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে ।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর ও কাজীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"প্রশ্ন লাগি' আইলাম তোমার স্থানে ।"
কাজী কহে,—"আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥১৫২॥"

ইস্‌লাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা ।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৫৩ ॥
পিতা মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম ।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥" ১৫৪ ॥

কাজীর উত্তর ঃ—

কাজী কহে,—"তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ' ॥ ১৫৫ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বলে লোকেরা তখন প্রশ্রয়-প্রাপ্ত পাগল হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১২৫। অদ্যাপি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ড শ্রীমায়াপুর-গ্রামে বিরাজমান আছে।

১৩৮-১৪২। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ—"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে। (শার্ঙ্গধর) তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।। চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন। ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন।। 'গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌররায়।। আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি।। 'নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর, ভাগীরথী-তীরে তীরে। (ধ্রু)। বারকোণা-ঘাটে নাগরিয়া-ঘাটে গিয়া। গঙ্গানগর দিয়া প্রভু গেলা 'সিমুলিয়া'।। নদীয়ার একান্তে নগর 'সিমুলিয়া'। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া।। কাঁজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৮। 'ব্রাহ্মণপুষ্করিণী' গ্রামের একাংশে কাজিদিগের পুরাতন বাটী এখনও বর্ত্তমান। সেই গ্রামের অপরাংশে সংলগ্ন 'তারণবাস', যাহা পূর্ব্বে বিল্বপুষ্করিণী ছিল। সেই গ্রাম এবং কাজিদিগের 'ব্রাহ্মণপুষ্করিণী' একই গ্রাম হওয়ায় চাঁদকাজির সহিত মহাপ্রভুর 'মাতুল' সম্বন্ধ হইল।

১৫৬-১৬৩। (কাজী কহিলেন,—) সেই কোরাণশাস্ত্রে

অনুভাষ্য

১৪৮। চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ; চাচা—খুল্লতাত, চলিত ভাষায় 'কাকা'। সাঁচা—খাঁটি, শুদ্ধ, সাচ্চা।

১৪৯। নানা—মাতামহ।

১৫৩। অন্ন উপজায়—হলাকর্ষণপূর্ব্বক ধান্যাদি শস্যের বপন ও রোপণার্থ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষককে বীজ ও তণ্ডুলাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করে।

১৫৪। এবা—ইহা।

১৫৫। কেতাব—গ্রন্থ।

১৫৬। 'সরিয়ৎ', 'তরিকৎ' ও 'মারফৎ'—তিনপ্রকার পথ।

প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥ ১৫৭ ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥" ১৫৮ ॥

পুনর্জীবনপ্রাপ্তিহেতু বেদ-বিহিত বধ-সমর্থন ঃ

প্রভু কহে,—"বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥ ১৫৯ ॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥ ১৬০ ॥
অতএব জরদ্গাব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥ ১৬১ ॥
জরদ্গাব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ ১৬২ ॥

কলিসম্ভব ব্রাহ্মণ নিঃশক্তিক ঃ—

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৬৩ ॥

মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচারের সমালোচনা ঃ—

তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৬৫ ॥

গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৬ ॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥" ১৬৭ ॥

কাজী নিরুত্তর ও শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা স্বীকার ঃ—

শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥ ১৬৮ ॥
"তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয় ॥ ১৬৯ ॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥" ১৭০ ॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ ১৭১ ॥

প্রভুর পুনরায় প্রশ্ন ঃ—

"আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৭২ ॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত, নর্ত্তন ॥ ১৭৩ ॥
তুমি কাজী—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥" ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'—এই দুইপ্রকার মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তি-মার্গে জীববধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত, তাহারা শাস্ত্র-আজ্ঞায় গোবধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখ, তোমাদের বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়, এইজন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গোবধ করিয়া আসিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন,—বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে-সকল 'জরদ্গাব' অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু-সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গাব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ,—বধ নহে, জরদ্গাবের উপকার মাত্র। কলির ব্রাহ্মণ-দিগের সেরূপ শক্তি না থাকায় এখন গোবধ হইতে পারে না।

১৬৪। অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি—কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৬৪। অশ্বমেধং (অশ্বহনন-যজ্ঞবিশেষং), গবালম্ভং (গো-মেধং), সন্ন্যাসং (চতুর্থাশ্রমগ্রহণং), পলপৈতৃকং (মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং), দেবরেণ (পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাত্রা) সুতোৎপত্তিং (পুত্রোৎপাদনং)—[এতানি] পঞ্চ কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (পরিত্যজেৎ)।

১৬৭। ভ্রান্ত—বৃথা জীবহিংসায় অনুমোদনহেতু দ্বিতীয়া-ভিনিবেশফলে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় বা বিভ্রমযুক্ত।

১৬৯। আধুনিক—নবীন, কালান্তর্গত, বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে। বিচারসহ নয়—নিত্য-বাস্তবসত্য প্রতিপাদক নহে বলিয়া যুক্তিদ্বারা সহজে নিরাস্য।

১৭০। কল্পিত—মনোধর্ম্মপ্রসূত, সুতরাং নিত্য সত্য নহে। জাতি—সম্প্রদায় ও তন্নিষ্ঠা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯-১৭১। যবনশাস্ত্র তিন প্রকার অর্থাৎ 'য়ু' (ইহুদি)-দিগের পুরাতন পুঁথি, কোরাণ ও বাইবেল। এ সমস্ত পুঁথিরই আদি পাওয়া যায় ; কেহই বেদবাক্যের ন্যায় অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে, তাহার মূলে দৃঢ় না হওয়ায় সন্দেহপ্রবণ।

কাজীর উত্তর-প্রদানমুখে স্বীয় স্বপ্ন-কাহিনী ঃ—

কাজী বলে,—"সবে তোমায় বলে 'গৌরহরি'।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥ ১৭৫ ॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥" ১৭৬ ॥

'প্রভুর' আশ্বাস-দান ঃ—

প্রভু বলে,—"এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥" ১৭৭ ॥

কাজীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

কাজী কহে,—"যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৮ ॥

স্বপ্নে নৃসিংহদেব হইতে বিভীষিকা ঃ—

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭৯ ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥ ১৮০ ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে ॥ ১৮১ ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।'
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৮২ ॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
'তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥ ১৮৩ ॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি, না করিনু প্রাণঘাত ॥ ১৮৪ ॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু ॥' ১৮৫ ॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥" ১৮৬ ॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮৭ ॥
কাজী কহে,—"ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পিয়াদা আইল ॥ ১৮৮ ॥
আসি' কহে,—'গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮৯ ॥
পুড়িল সকল দাড়ি, মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥' ১৯০ ॥
তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয়া ঘরে রহোঁ ত' বসিয়া ॥ ১৯১ ॥
তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥ ১৯২ ॥
'নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥' ১৯৩ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে,—'হিন্দু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৯৪ ॥
'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥' ১৯৫ ॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
'হিন্দু 'হরি' বলে, তার স্বভাব জানিল ॥ ১৯৬ ॥

অনুভাষ্য

১৭১। অদৃঢ় বিচার—যুক্তিদ্বারা ছেদন বা খণ্ডনযোগ্য বিচার।

১৭৭। স্ফুট—স্পষ্ট।

১৭৯। নরদেহ, সিংহমুখ—শ্রীনৃসিংহদেব ; ইনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিদ্বেষ ও বিদ্বেষীকে বিনাশ করেন।

১৮১। ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।

১৮৮। পিয়াদা—নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য, সংবাদ বা পত্রবাহক, চলিত কথায় 'চাপরাসী'।

১৯২। ম্লেচ্ছ—"গো-মাংস-খাদকো যস্ত বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।।"

১৯৫। পাতসাহ—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সা (১৪৯৮-১৫১১ খৃঃ) এই সময় বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি। তিনি স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাব্সীবংশীয় ভীষণ অত্যাচারী নবাব মুজঃফর খাঁকে নিহত করিয়া বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালার মস্নদে উপবেশন করিয়া তিনি 'সৈয়দ হুসেন আলাউদ্দীন সেরিফ মক্কা'-নাম ধারণ করেন। 'রিয়াজ উস্-সলাতিন' নামক ইতিবৃত্তের প্রণেতা গোলামহুসেন বলেন যে, নবাব হুসেন সাহের কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কার সেরিফ থাকায়, বোধ হয়, স্বীয় বংশ-গৌরব স্মরণ করিয়া তিনি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ; তবে গৌড়ের স্তম্ভলিপি-সমূহে তিনি 'হুসেন সাহ'-নামেই পরিচিত। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ সাহ বাঙ্গালার নবাব হন (১৫২১-১৫৩৩ খৃঃ)। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি নবাব বৈষ্ণবগণের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতেন এবং স্বীয় পাপের ফলে এক খোজা কর্ম্মচারীর হস্তে মসজিদে নিহত হন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। পাতসাহ তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড দিতে পারেন। পাতসাহ—গৌড়ের পাতসাহ 'হোসেন' সা।

১৯৬-২০২। কাজী কহিলেন,—"হে গৌরহরি, আমি যে ম্লেচ্ছ পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উত্তর করিল,—

তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥' ১৯৭ ॥
ম্লেচ্ছ কহে,—'হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।
কেহ কেহ—কৃষ্ণদাস, কেহ—রামদাস ॥ ১৯৮ ॥
কেহ—হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি' ।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯৯ ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি' ।
ইচ্ছা নাহি, তবু বলে,—কি উপায় করি ॥' ২০০ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, শুন—'আমি ত' এইমতে ।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সে দিন হইতে ॥ ২০১ ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন ।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥' ২০২ ॥

কাজীর নিকটে স্মার্ত্ত পাষণ্ডীর অভিযোগ ঃ—

এত শুনি' তা সভারে ঘরে পাঠাইল ।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ২০৩ ॥
আসি' কহে,—'হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি ।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ২০৪ ॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য—যোগ্য আচরণ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, 'তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস'—এই নাম-পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বল ; কিন্তু 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি' 'চুরি করি'—এই অর্থ হয় ; তাহাতে বোধ হয়, অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে 'হরি' 'হরি' ('হরণ করি' 'হরণ করি') এই কথা বলিয়া থাক।' আমি এই পরিহাস যে-দিন তাহাদের সহিত করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে; ইহার উপায় কিছু করিতে পারি না।"

অনুভাষ্য

১৯৮-২০২। পরিহাস—চারিপ্রকার নামাভাসের অন্যতম ; যথা, (ভাঃ ৬।২।১৪)—"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।" সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলামূলক নামাভাস কিন্তু জড়ীয় অক্ষর-উচ্চারণমাত্র নহে। নামাভাস নিত্য-বাস্তববস্তুকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুর স্মৃতি উৎপাদন করায়, জীবের বিষয়-বাসনা বিনাশ করে, তৎফলে সেবোন্মুখ মুক্তজীবের শুদ্ধ-নামোচ্চারণে অধিকার উদিত হয়।

২০৩। পাষণ্ডী—কর্ম্মজড়, বহ্বীশ্বরবাদী বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী পৌত্তলিক।

পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৬ ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি ।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৭ ॥
না জানি,—কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায় ।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥ ২০৮ ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥ ২০৯ ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি' ।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি' ॥ ২১০ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড় ।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১১ ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি ।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ ২১২ ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন ।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥' ২১৩ ॥

তাহাদিগকে কাজীর সান্ত্বনা দান ঃ—

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে ।
'সবে ঘরে যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥' ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১। নীচ বাড়বাড়—অনেক নীচজাতি লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতেছে।

অনুভাষ্য

২১১-২১২। ঐ বহ্বীশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নামকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞান করিত বলিয়া 'পাষণ্ড'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণনামের মহৌদার্য্যময়ী মহিমা না জানিয়া প্রাকৃত উচ্চ আভিজাত্য ও সামাজিক পদবীর মোহে ভুলিয়া মনে করিত,—নীচ অর্থাৎ নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির কৃষ্ণনাম-গ্রহণ—পাপাচরণ বিশেষ। অতএব, কৃষ্ণনাম-গ্রহণ সৎকুল বা উচ্চজন্ম-সাপেক্ষ। ঐ সকল বহ্বীশ্বর-বাদী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রকে অন্যান্য জপ্যমন্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া মনে করিত,—সদা কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র উচ্চারিত বা কীর্ত্তিত হইলে—হঠাৎ জিহ্বা (বা) শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইলে—স্বীয় অদ্বিতীয় পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব উদ্ধার করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং নিষ্ফল হইয়া যায়,—এতদূর শ্রৌতপন্থা-বিরোধী, অক্ষজ-হেতুবাদী!!

২১৩। অতঃপর উহারা কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—আপনি এই স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা ; গ্রামের সকলেই আপনার অধীন লোক, অতএব আপনি নিমাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করুন।

প্রভুর প্রতি কাজীর উক্তি ঃ—

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন ॥" ২১৫ ॥

প্রভুর কৃপোক্তি ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজীরে ছুঁইয়া ॥ ২১৬ ॥

নামাভাসে পাপক্ষয় ঃ—

"তোমার মুখে কৃষ্ণনাম,—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র ॥ ২১৭ ॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥" ২১৮ ॥

কাজীর দৈন্যোক্তি ঃ—

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী ॥ ২১৯ ॥
"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর,—যেন তোমাতে রহু ভক্তি ॥" ২২০ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥" ২২১ ॥

কাজীর প্রতিজ্ঞা ঃ—

কাজী কহে,—"মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব,—কীর্ত্তন না বাধিবে ॥" ২২২ ॥

প্রভুর ও ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

শুনি প্রভু 'হরি' বলি' উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরিধ্বনি ॥ ২২৩ ॥

সগণ প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লাসিত মন ॥ ২২৪ ॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ২২৫ ॥
এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২২৬ ॥

শ্রীবাসভবনে প্রভুর কীর্ত্তনকালে শ্রীবাসপুত্রের দেহ-ত্যাগ ঃ—

এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২৭ ॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২৮ ॥

মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা ঃ—

মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥ ২২৯ ॥

শ্রীবাসভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে স্বীয় উচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২৩০ ॥

যবনকুলোদ্ভূত দরজীর প্রভুর রূপদর্শন ও উন্মাদ ঃ—

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥ ২৩১ ॥
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২২। তালাক—গম্ভীররূপে যাহা প্রতিজ্ঞা।

২২৯। এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একটী পুত্র পরলোক-প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন-ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ্ হইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া প্রভু প্রথমে সংবাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং মৃতশিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? মৃতশিশু বলিল,—"আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, সে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি; আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব—তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই।" মৃতশিশুর এই

অনুভাষ্য

২১৭-২১৮। কাজীর মুখে নামাভাসের উদয় হইয়াছিল।

২২১। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন যেন নবদ্বীপে বাধাপ্রাপ্ত না হন।

২২২। অদ্যাপি কাজীর বংশধরগণ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

২২৮-২২৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩০। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্রষ্টব্য। কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ডপ্রকৃতি প্রাকৃতসহজিয়া ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসকে প্রাকৃত-বুদ্ধিবশে নিন্দা ও বিদ্বেষ করিবার নিমিত্ত বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা তাম্বূল-ভোজনফলে শ্রীমতী নারায়ণীর বিধবাবস্থায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। এরূপ নিন্দা-প্রলাপ নিতান্ত অপরাধময়, সুতরাং অশ্রাব্য।

প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীবাসের মধুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণন ঃ—

আবেশেতে মহাপ্রভু বংশী ত' মাগিল ।
শ্রীবাস কহে,—"বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥"২৩৩॥
শুনি' প্রভু 'বল' 'বল' বলেন আবেশে ।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥ ২৩৪ ॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৫ ॥
তবে 'বল' 'বল' প্রভু বলে বারবার ।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৬ ॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥ ২৩৭ ॥
তাহি মধ্যে ছয়ঋতুর লীলার বর্ণন ।
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥ ২৩৮ ॥
'বল' 'বল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস ।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস-বিলাস ॥ ২৩৯ ॥
কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল ।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪০ ॥

আচার্য্যরত্নের গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য ঃ—

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা ।
রুক্মিণ্যাদি-রূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা ॥ ২৪১ ॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি ।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি ॥ ২৪২ ॥

ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় প্রভুর গঙ্গায় পতন ঃ—

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে ।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥ ২৪৩ ॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার ।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৪ ॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥ ২৪৫ ॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা ।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥ ২৪৬ ॥

'গোপী' 'গোপী' বলিয়া প্রভুর উচ্চরব ঃ—

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া ।
'গোপী' 'গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হঞা ॥ ২৪৭ ॥

মর্ম্মানভিজ্ঞ পাষণ্ড ছাত্রের প্রভুকে নিবারণ ঃ—

এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে ।
'গোপী' 'গোপী' নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥ ২৪৮ ॥
"কৃষ্ণনাম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম—ধন্য ।
'গোপী' 'গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥"২৪৯ ॥

প্রহারার্থ প্রভুর পশ্চাদ্ধাবন ; ছাত্রের পলায়ন ঃ—

শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার ।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥ ২৫০ ॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায় ।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫১ ॥

প্রভুর সান্ত্বনা ঃ—

প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ ঘরে ।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৫২ ॥

ছাত্রসমাজে প্রভুর প্রতি কটূক্তি ও ক্রোধ ঃ—

পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি ।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৫৩ ॥
শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ ।
সবে মেলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৪ ॥
"সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল, আর শোক রহিল না। তদনন্তর মৃতশিশুর সৎকার হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—'তোমার যে পুত্র ছিল, সে ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ—তোমার নিত্যপুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।'

২৩১-২৩২। শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবন-দর্জ্জি তাঁহার বস্ত্র সেলাই করিত। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময়-ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি 'আমি দেখিনু! আমি দেখিনু!'—এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।

আগল—অগ্রগণ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪১। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ঘরে এক রাত্রে প্রভু রুক্মিণ্যাদির রূপধারণপূর্ব্বক একটী লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতি অনেকে নানা সাজ সাজিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৫-২৩৯। শ্রীবাসকর্ত্তৃক ব্রজের গোপীগণসহ কৃষ্ণের মধুর (শৃঙ্গার) রস-বর্ণন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

২৪১। রুক্মিণীভাবে ও বেশে প্রভুর প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

২৪২। আদ্যাশক্তি-বেশে প্রভুর ভক্তগণকে স্তন্য ও প্রেম-ভক্তিপ্রদানের প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

প্রভুকে প্রহারার্থ ষড়যন্ত্র ঃ—

পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে ।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥" ২৫৬ ॥

প্রভু হিংসাফলে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি লোপ ঃ—

প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয় ।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি' সে করয় ॥ ২৫৮ ॥

পাষণ্ডগণের দুর্গতিদর্শনে প্রভুর করুণা ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি ।
ঘরে বসি' চিন্তেন তা'-সবার অব্যাহতি ॥ ২৫৯ ॥

অভক্ত জনগণের পরিচয় ঃ—

'যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ ।
ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দক, দুর্জ্জন ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণবিদ্বেষাপরাধ হইতে বিমোচনোপায়-চিন্তন ঃ—

এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে ।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥ ২৬১ ॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত ।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬২ ॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয় ।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ডিগণের উদ্ধার-বাঞ্ছা ঃ—

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার ।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৪ ॥

লৌকিক মর্য্যাদাময় সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ে সঙ্কল্প ঃ—

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য

২৪৩-২৪৬। এ ঘটনা চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

২৪৭-২৬২। প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে না পারিয়া এক কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পড়ুয়ার, প্রভুর সহিত বাদানুবাদ এবং গোপীভাবময় প্রভু তাহাকে কৃষ্ণপক্ষপাতি-জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে পড়ুয়ার পলায়ন এবং তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণের মোহবশতঃ প্রভুকে আঘাত করিবার পরামর্শ এবং উহাদিগের দুর্গতি ও দুর্দ্দশা দূর করিতে প্রাকৃত সমাজের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য ও বর্ণাভিমানীর গুরুর তুর্য্যাশ্রম-স্বীকার করিবার অভিলাষ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৭। কেননা, (শ্বেঃ উঃ)—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" অর্থাৎ যাঁহার, পরমদেবতা বিষ্ণুর প্রতিও যেমন, তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও তদ্রূপ পরমা (অহৈতুকী ও অব্যবহিতা) ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার শুদ্ধচিত্তেই এই সকল শ্রুতির প্রকৃত হরিভক্তিতাৎপর্য্যময় অর্থ প্রকাশ পায়, অন্য কোন হৃদয়ে পায় না। শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি (ভাঃ ৭।৫।২৪)—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত-মুত্তমম্।।" শ্রীধরটীকা—"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমমধীতং মন্যে, ন ত্বস্মাদ্গুরো-রধীতং শিক্ষিতং বা তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ, পরে হরিভজনক্রিয়া—ইহাই বিধি। এইরূপ হইলেই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বা তদ্রূপ আর কিছুই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বা অধ্যয়ন হইতে পারে না। অবিদ্যার বশে সেই জড়বিদ্যাভিমানী (পড়ুয়া) পরবিদ্যাবধূজীবন বিষ্ণুর অবজ্ঞা করায় এবং সেই দাম্ভিকের নিত্য বাস্তববস্তু বিষ্ণুর নিকট আত্মসমর্পণের অভাবহেতু তাহার কলুষ-মলিন হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় না ; অতএব (ভাঃ ১১।১১।১৮)—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।" যদি কেহ বেদাদি-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্ম বিষ্ণুতে ভক্তিপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত শাস্ত্রানুশীলন-শ্রম কেবল বৃথা পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

২৬২। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ—"করিলুঁ পিপ্পলখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।"

২৬৫-২৬৬। পাষণ্ডপ্রকৃতি ব্রাহ্মণব্রুবগণও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারণা ছিল ; সেকালে সদাচারও তাহাই ছিল। একালে যাহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণব্রুবগণের অপেক্ষাও অধিকতর দাম্ভিকতাক্রমে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে না, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি,—"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।।" (পাঠান্তরে, নমস্কারং ন

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫০। দোষোদ্গার—পরিহাসপূর্ব্বক দোষারোপ।

২৬৫। শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে প্রণম্য জানিয়া গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে।

যতিজ্ঞানে প্রভুকে নমস্কারফলে পাষণ্ড বিপ্রাদি উচ্চ-জাতিরও শুদ্ধচিত্তে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় ঃ—

প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ-ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥ ২৬৬ ॥
এসব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥' ২৬৭ ॥

তৎকালে কেশবভারতীর নবদ্বীপে প্রভুগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ ঃ—

এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৮ ॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬৯ ॥

ভারতীর নিকট প্রভুর নিবেদন ঃ—

"তুমি ত' ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার-মোচন ॥" ২৭০ ॥

ভারতীর উক্তি ঃ—

ভারতী কহেন,—"তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী।
যে কহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥" ২৭১ ॥

ভারতীর কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রভুর তৎসমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭২ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসকালে নিতাই, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ ঃ—

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥ ২৭৩ ॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৪ ॥

প্রভুর শান্ত ব্যতীত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবে উক্ত চিত্তবৃত্তি ঃ—

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্ত-ভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৫ ॥

আশ্রয়জাতীয় ভাবময় বিষয়বিগ্রহই গৌরসুন্দর—"গৌর-নাগরী"-বাদ-নিরাস ঃ—

মাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৬ ॥
গোপী-ভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৭ ॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না জানয় ॥ ২৭৮ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অন্যরূপে গোপীর প্রীতি নাই ঃ—

শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥ ২৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষ বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল, সেই উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে মহাপ্রভু রাত্রিশেষে শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া 'নদীয়ার ঘাটে' গঙ্গা সন্তরণপূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়া-গ্রামে পৌঁছিয়া কেশবভারতীর নিকট (এক) দণ্ড গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইলে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসিবেষী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

কুর্য্যাচ্ছেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি।।") অর্থাৎ পরমদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ এবং বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ-ব্রুব প্রণাম না করেন, তাহা হইলে ঐ প্রত্যবায়হেতু তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অথবা উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

২৭৪। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত চারিপ্রকার ভক্তভাব।

অনুভাষ্য

২৭৬-২৭৮। শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয়-চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রীদর্শনাদি-দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই। প্রাকৃত কামুক পরস্ত্রী-লম্পট সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যভিচার জগদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোপ করিতে গিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের শ্রীচরণে অপরাধ বৃদ্ধি করে মাত্র। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৫শ অঃ—"সবে পর-স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হন একপাশ।। এইমত চাপল্য করেন সবা-সনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে।। 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে।। অতএব যত

ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৮০ ॥

শ্রীললিতমাধব (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ২৮১ ॥

রাসকালে আত্মগোপনেচ্ছু কৃষ্ণের গোপীগণকে চতুর্ভুজ-প্রদর্শন ও সংরক্ষণ ঃ—

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা সঙ্কেত করি' রাধা-সনে ॥ ২৮২ ॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৮৩ ॥
দূর হৈতে দেখি' তাঁরে বলে গোপীগণ।
"এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"২৮৪ ॥
গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল, তাহে হৈলা বিরস ॥ ২৮৫ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি' আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৮৬ ॥

গোপীগণের নারায়ণ-স্তব ঃ—

'ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ-মূর্ত্তি।'
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৮৭ ॥
"নমো নারায়ণ, দেহ' করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ' মোরে, ঘুচাহ বিষাদ ॥" ২৮৮ ॥
এত বলি নমস্করি' গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি' দিলা দরশন ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীমতী রাধিকার আগমনমাত্র চতুর্ভুজের অন্তর্দ্ধান, দ্বিভুজ-মূর্ত্তি বা স্বয়ংরূপ ঃ—

রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯০ ॥
লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈলা কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥ ২৯১ ॥

শ্রীরাধার অচিন্ত্য কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য-প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইলা দ্বিভুজ-স্বভাব ॥ ২৯২ ॥

শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণচাতুর্য্যের পরাভব, নিত্য স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকাভেদপ্রকরণে ৬ষ্ঠ অঙ্কে—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥ ২৯৩ ॥

নন্দ—জগন্নাথ মিশ্র, যশোদা—শচী ঃ—

সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা ॥ ২৯৪ ॥

অনুভাষ্য

মহামহিম সকলে।'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে।। যদ্যপি সকল স্তব সম্ভব তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে।।" এই তিনটী পদ্যে সুস্পষ্টভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী দুর্নীতিপুষ্ট কল্পিত "গৌর-নাগরীবাদ" নিরস্ত হইয়াছে।

২৮১। সূর্য্যপত্নী সবর্ণার প্রতি বিশাখার বাক্য,—

গোপীনাং দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (দুরূহায়াং পদব্যাং সঞ্চরিতুং শীলং যস্য তস্য) পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ (পশুপেন্দ্রস্য গোপরাজস্য নন্দস্য নন্দনং সূনুং জুষতে সেবতে যস্তস্য কৃষ্ণসেবাপরস্য) ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ কৃতী ক্ষমতে (সামর্থ্যবান্ ভবতি)? [যতঃ] হন্ত! জিষ্ণুভিঃ (জয়শীলৈঃ) চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (ধৃতনারায়ণ-বিগ্রহৈঃ) অদ্ভুতরুচিং (অদ্ভুত-রুচিঃ শোভা যস্যাঃ তাম্ অলৌকিকীং কান্তিময়ীং) বৈষ্ণবীং তনুং আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকটয়তি সতি) তস্মিন্ (কৃষ্ণে) অপি যাসাং (গোপীনাং) রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (বিকাশং ন লভতে)।

২৮৩। বাট—বর্ত্ম বা পথ। ঠাট—শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত-রুচিযুক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য-ভজনশীল দুর্গম-পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে?

২৯৩। কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে,—'ইনি আমাদের প্রেম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন।' কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমন-মাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না।

অনুভাষ্য

২৮৫। সাধ্বস—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আবেগ, সম্ভ্রম।

২৮৮। মোরে—আমাদিগকে।

২৯৩। [গোবর্দ্ধনোপত্যাকায়াং পরাসৌলীতি খ্যাতনাম্ন্যাং রাসস্থল্যাং বসন্তকালে] রাসারম্ভবিধৌ (রাসস্য আরম্ভবিধৌ

সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ-ভাই ॥ ২৯৫ ॥

ুররস ব্যতীত অন্যরসে নিত্যানন্দ-রামের গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিন ভাবময় ।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥ ২৯৬ ॥
প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাল জগতে ।
তাঁর চরিত্রচিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥ ২৯৭ ॥

ভক্তাবতার অদ্বৈতের শুদ্ধভক্তি-প্রচার ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার ॥ ২৯৮ ॥

অদ্বৈতের দুই ভাবে গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

সখ্য, দাস্য,—দুই ভাব সহজ তাঁহার ।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯৯ ॥

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের দাস্য ঃ—

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥ ৩০০ ॥

গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীরূপাদি শক্তিগণের
মধুররসে গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর সেই রস ।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥ ৩০১ ॥
তিঁহ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী ।
ইহঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥ ৩০২ ॥

গোপীভাবযুক্ত কৃষ্ণের গৌররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি' ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি' ॥ ৩০৩ ॥

রূপানুগজনানুগত্য ব্যতীত গৌরের বিপ্রলম্ভরসের দুরবগাহত্ব ঃ—

সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩০৪ ॥

গৌরের পরমবৈচিত্র্যচমৎকারময় অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত ঃ—

ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয় ।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥ ৩০৫ ॥
অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার ।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ৩০৬ ॥

তার্কিকের দুর্গতি—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ঃ—

তর্কে ইহা নাহি মানে, যেই দুরাচার ।
কুম্ভীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥ ৩০৭ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে (৫।১২)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুভাষ্য

ৃত্তিকল্পে) কুঞ্জে নিলীয়বসতা (সংলগ্নাবস্থিতেন) হরিণা ীকৃষ্ণেন) মৃগাক্ষিগণৈঃ (কুরঙ্গনয়নাভিঃ গোপীভিঃ) [প্রবিষ্টক-মারণ্যে পেঠাখ্যে] দৃষ্টং স্বম্ (আত্মানং) গোপয়িতুং (বহ্বীভি-ভিঃ সর্ব্বতঃ আবৃতাৎ তস্মাৎ কুঞ্জাৎ সহসাপসর্পণাসম্ভবাৎ) ুরধিয়া (উৎকৃষ্টবুদ্ধ্যা) যা চতুর্ব্বাহুতা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা, যস্য ষ্ণপ্রণয়মহিম্নঃ) শ্রিয়া প্রভবিষ্ণুনা (কৃষ্ণেন) অপি যা ুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যা আসীৎ—হন্ত! (ভোঃ!) রাধায়াঃ য়স্য মহিমা (মাহাত্ম্যম্)—[এতাদৃগচিন্ত্যম্!] (গৌতমীয়ে—াবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্।' ভগবতোঽপি মাধীনত্বাৎ প্রেম্ণোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যং ন তিষ্ঠতীতি ন শক্যতে বক্তুং ন্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তিরোভবতি)।

২৯৬-৩০১। এই সকল পদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের প্রাকৃত পরম চমৎকারময় গৌরসেবা-ভাব-বৈচিত্র্যের তারতম্য র্ণিত হইয়াছে। গৌঃ গঃ ১১-১৬—"ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো তাঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ হলায়ুধঃ।। ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ। ভক্তশক্তির্দ্বিজা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৮। প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ। তর্ক—প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাবসকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

গ্রণ্যঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।। শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতনিত্যানন্দাবধূতকাঃ। অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চ তে। একো মহাপ্রভুর্জ্জেয়ঃ শ্রীচৈতন্যো দয়াম্বুধিঃ। প্রভু দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ। গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ। পঞ্চ-তত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ।। যদুক্তং তত্র গোস্বামি-শ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ। ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ। একো মহাপ্রভুর্জ্জেয়ো দ্বৌ প্রভূ সম্মতৌ সতাম্।।" ঐ ২৩-২৪ শ্লোক—শ্রীঈশ্বরপুরী শৃঙ্গাররসের, অদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্যরসের এবং শ্রীরঙ্গপুরী শুদ্ধবাৎসল্য-রসের সেবক ছিলেন। আদি, ৭ম পঃ ১০-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৩-৩০৪। আদি, ১৭ পঃ ২৭৬-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। কুম্ভীপাক—নরক-বিশেষ। পাপীদিগকে 'কুম্ভী' নামক

সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥ ৩০৯ ॥
প্রসঙ্গে করিল এই সিদ্ধান্তের সার ।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩১০ ॥

পুনরাবৃত্তি ঃ—

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥ ৩১১ ॥

ভাগবতে শ্রীব্যাস-রীত্যনুসারে পরিচ্ছেদ-বর্ণন ঃ—

অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার ।
কথা কহি' অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩১২ ॥

সংক্ষেপে পরিচ্ছেদসমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি ঃ—

তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন ।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈলুঁ 'মঙ্গলাচরণ' ॥ ৩১৩ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ' ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১৪ ॥
তেঁহো ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের 'সামান্য' কারণ ॥ ৩১৫ ॥
তহিঁ মধ্যে প্রেমদান—'বিশেষ' কারণ ।
যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥
চতুর্থে কহিলুঁ জন্মের 'মূল' কারণ ।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥
পঞ্চমে 'শ্রীনিত্যানন্দ'-তত্ত্ব নিরূপণ ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮ ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অদ্বৈত-তত্ত্বে'র বিচার ।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩১৯ ॥

অষ্টমে 'চৈতন্যলীলা-বর্ণন'-কারণ ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩২১ ॥
নবমেতে 'ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন' ।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈলা বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩২২ ॥
দশমেতে মূল-স্কন্ধের 'শাখাদি-গণন' ।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥
একাদশে 'নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ' ।
দ্বাদশে 'অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন' ॥ ৩২৪ ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ' ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥
চতুর্দ্দশে 'বাল্যলীলা'র কিছু বিবরণ ।
পঞ্চদশে 'পৌগণ্ডলীলা'র সঙ্ক্ষেপে কথন ॥ ৩২৬ ॥
ষোড়শে কহিলুঁ 'কৈশোরলীলা'র উদ্দেশ ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিলুঁ বিশেষ ॥ ৩২৭ ॥
এই সপ্তদশ প্রকার 'আদি-লীলা'র প্রবন্ধ ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ, তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চবয়স চরিত ।
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ অতি,—না কৈলুঁ বিস্তৃত ॥ ৩২৯ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে' ।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥ ৩৩০ ॥

গৌরলীলা অপার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৩১ ॥

অনুভাষ্য

পাত্রবিশেষে পাক করা হয়। (ভাঃ ৫।২৬।১৩) "যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমূত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়তি।" প্রাণিবধকারী যমদণ্ড্য জীব কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয়।

৩০৮। নদী-পর্ব্বত-কাননাদি ভূতলাশ্রিত পদার্থসমূহের নামশ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন,—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (প্রাকৃত-ভোগময়-চিন্তাতীতাঃ) খলু (নিশ্চয়ং) তান্ অচিন্ত্যভাবান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ (তে হেতুভিঃ ন হন্তব্যাঃ ইত্যর্থঃ) ; যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং (ভিন্নম্ অতীতম্ অপ্রাকৃতমিতি যাবৎ) তৎ এব অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

৩১২। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভাগবতের যে-প্রকার প্রতিসংক্রমণ বর্ণন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথানুসরণে গ্রন্থকারও শ্রীচৈতন্যের আদিলীলার প্রতিসংক্রমণরূপ অনুবাদ করিলেন।

৩২৯। আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বা প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ প্রবন্ধ—গ্রন্থের মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা মাত্র। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'জন্ম', 'বাল্য', 'পৌগণ্ড', 'কৈশোর' ও 'যুবা',—পঞ্চপ্রকার বয়সের কথায় পাঁচটী প্রবন্ধে পাঁচ পরিচ্ছেদ।

৩৩১। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভাঃ ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গৌরলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর চরম মঙ্গললাভ ঃ—

যেই যেই অংশে কহে, যেই শুনে ধন্য ।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩৩ ॥

বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বন্দনা ঃ—

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে ।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণে ॥ ৩৩৪ ॥

শ্রীগুরু-প্রণাম ঃ—

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব-চরণ ॥ ৩৩৫ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্র-বর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা

অনুভাষ্য

৩৩৫। শ্রীস্বরূপ—শ্রীদামোদর-স্বরূপ ; মধ্য, ১০ম পঃ ১০২-১২৭ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১৩ সংখ্যা হইতে ৩২৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদ-গণনা লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে—গুর্ব্বাদিবন্দন মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়ে—গৌরতত্ত্বনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ।
তৃতীয়ে—অবতারের সামান্য কারণ ; প্রেমদান।
চতুর্থে—অবতারের মূলকারণ।
পঞ্চমে—নিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণ।
ষষ্ঠে—অদ্বৈততত্ত্ব-নির্দ্দেশ।
সপ্তমে—পঞ্চতত্ত্ব-নির্দ্দেশ ও প্রচার।

অনুভাষ্য

অষ্টমে—উপক্রমণিকা ও নাম-মহিমা।
নবমে—ভক্তিকল্পদ্রুম-বর্ণন-প্রচার।
দশমে—গৌরগণ-সংখ্যান।
একাদশে—নিত্যানন্দগণ-সংখ্যান।
দ্বাদশে—অদ্বৈত ও গদাধরগণ-সংখ্যান।
ত্রয়োদশে—গৌরজন্মলীলা।
চতুর্দ্দশে—বাল্যলীলা।
পঞ্চদশে—পৌগণ্ডলীলা।
ষোড়শে—কৈশোরলীলা।
সপ্তদশে—যৌবনলীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্যে আদিলীলার কথাসার

গ্রন্থরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ—প্রথমে নমস্কার, পরে বস্তুনির্দ্দেশ ও তৎপরে আশীর্ব্বাদ। একই তত্ত্ব লীলাভেদে ছয়রূপে তাঁহার নমস্য—গুরুদ্বয় (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু), ঈশ্বরভক্ত, ভক্তাবতাররূপী ঈশ্বর, ঈশ্বর-প্রকাশ, ঈশ্বর-শক্তি ও স্বয়ং ঈশ্বর। উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব বা স্বয়ং ভগবত্তা। উপাস্য-তত্ত্বের অস্ফুট-প্রকাশরূপে 'ব্রহ্ম' এবং খণ্ডবিভূতিরূপে পরমাত্মার প্রতিপাদন। পরে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকাশ, অবতার, বয়োভেদে লীলাভেদ, ত্র্যধীশত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব এবং সমগ্র জীব ও ঈশতত্ত্বের আশ্রয়ত্ব-বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্য, তাহা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ-নির্দ্দেশ। মধুর, বৎসল, সখ্য ও দাস্য—এই চারিরসে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই জীবের কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ হয়। শান্তরসে সম্বন্ধজ্ঞান বা অনুভূতি নাই—ঔদাসীন্য ভাব, তজ্জন্য আনন্দের অভাব। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম হইলেও স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার অপরাপর অবতারগণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী গাঢ়প্রীতিময় ভাব দান করিবার ক্ষমতা প্রদর্শিত না হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

এই বাহ্য কারণ ব্যতীত গৌরাবতারের আর একটী গূঢ় কারণ এই যে, কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুররসাশ্রিত সেবকের (শ্রীমতী বার্ষভানবীর) তৎপ্রতি প্রীতির, তৎসঙ্গজনিত তাঁহার সুখের সুগভীরত্ব ও পরমচমৎকারিতা—যাহা সেবা-গ্রহণফলে কৃষ্ণের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব (অর্থাৎ সেব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবার মাধুর্য্য-মহিমা)—জানিতে অভিলাষ হওয়ায়, স্বয়ং উহা আস্বাদন করিলেন এবং সেবা-রস-বঞ্চিত ভোগময় মরুবাসী জীবকে ঐ প্রকার কৃষ্ণ-সেবারসে অভিষিক্ত করাইবার জন্য অহৈতুকী দয়াপরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে তাহাদিগকে তদনুগমন করিতে শিক্ষা প্রদান করিলেন। এবম্বিধ শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেই জীবের চরম শ্রেয়োলাভ, ইহাই গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর কবিরাজ গোস্বামী যাবতীয় চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের মূল অধীশ্বর ও অংশী শ্রীভগবন্মুখ্যপ্রকাশ সাক্ষাৎ বলদেব-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহিমা এবং বিশ্বের উপাদান-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-মাহাত্ম্য, তৎপর সমগ্র ভারতে পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচারফলে চৈতন্য-ধর্ম্মের অনুগমনে ভক্তজনের আনন্দকাহিনী এবং দুর্ম্মতি, পতিত, পাষণ্ডিগণের উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-কল্পমহাবিটপী হইয়াও স্বয়ংই মালাকারস্বরূপ। কল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী ; ঈশ্বরপুরীতে ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং স্বয়ং মহাপ্রভুরূপে উহাই মূল স্কন্ধ। উহার মধ্য মূল—শ্রীপরমানন্দপুরী, চতুষ্পার্শ্বে আটজন সন্ন্যাসী—আটটী মূল। মূল স্কন্ধ হইতে প্রধান শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-স্কন্ধদ্বয় হইতে বহু শাখা-প্রশাখা।

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মলীলা ; চতুর্দ্দশে চঞ্চল শিশু নিমাইর 'হাতে খড়ি' পর্য্যন্ত বাল্যলীলা ; পঞ্চদশে বালক নিমাইর অধ্যয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড-লীলা এবং তন্মধ্যে অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরলোকপ্রাপ্তি ; ষোড়শে নিমাই-পণ্ডিতের অধ্যাপনা, অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নাম-কীর্ত্তনদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ-উদ্ধার, ভক্ত তপনমিশ্রকে কাশীতে গমন করিতে আদেশ, লক্ষ্মীদেবীর অপ্রাকট্য, শচী-মাতাকে সান্ত্বনা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয় এবং 'কেশব-কাশ্মিরী'-নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় প্রভৃতি কৈশোরলীলা ; সপ্তদশে গয়ায় গমন করিয়া নিমাইর লৌকিক স্মার্ত্তাচারে শ্রাদ্ধলীলাভিনয়, ঈশ্বরপুরী-সহ সাক্ষাৎকার, দীক্ষা ও প্রেমপ্রকাশ-সূচনা, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং শ্রীবাস-গৃহে নাম-সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ, নানাবিধ বিষ্ণ্বতারাবেশে ভক্তগণকে কৃপা-প্রসাদ, কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর দমন, কেশব-ভারতীর সহিত সাক্ষাৎকার ও পাষণ্ডিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্প প্রভৃতি বিস্তৃত যৌবন-লীলা। এইরূপে চারিটী লীলায় প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাত্মক 'আদিলীলা' বর্ণিত।